জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান
অফিসার ইনচার্জ, এনায়েতপুর থানা

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
ডিআইও(১), ডিএসবি

জনাব মোঃ সালেকুজ্জামান খান
পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন), সদর ট্রাফিক

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

শিশু চোর চক্র পুলিশের জালে

২৩-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৯ দিনের মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার ০৩টি থানায় ০৪টি শিশু চুরির ঘটনা উদঘাটন পূর্বক এ অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জেলা পুলিশের সাফল্য। "

ঘটনা-০১: ১৮/০২/২০২১ খ্রিঃ সারমিন আক্তার, স্বামী-চয়ন ইসলাম, সাং-ভাদালিয়া, থানা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ তার ২৩(তেইশ) দিনের শিশু সন্তান মাহিম এর ঠান্ডাজনিত রোগের কারণে চিকিৎসার জন্য সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জেনারেল হাসপাতাল শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩/০২/২০২১ খ্রিঃ বেলা অনুমান ১২.৫০ ঘটিকার সময় উক্ত শিশুটির মা সারমিন আক্তার রোদে শুকাতে দেওয়া কাপড় ও খাবার আনার জন্য বাইরে যান। বেলা ১৩.৩০ ঘটিকার সময় এসে দেখেন হাসপাতালের বেডে তার শিশু সন্তান মাহিম নেই

ঘটনা-২: প্রথম ঘটনার তদন্ত চলমান অবস্থায় গত ২৭/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ রাত্রি ০৩.০০ ঘটিকার সময় মোছাঃ সবিতা খাতুন, স্বামী-মোঃ মাজেদ আলী, সাং-নওগাঁ, থানা-তাড়াশ, জেলা-সিরাজগঞ্জ সলঙ্গা থানাধীন হাটিকুমরুল গোল চত্বর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাসপাতাল, জেনারেল ওয়ার্ড, বেড নং ১২ এ ভর্তি হন। সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার সময় উক্ত মোছাঃ সবিতা খাতুন একটি পুত্র সন্তান জন্মদান করেন। বিবাহের ১২ বছর পর এই দম্পত্তির এটি ছিল প্রথম সন্তান। অস্ত্রপচারের পর সবিতা খাতুন অপারেশন থিয়েটারে পর্যবেক্ষণে থাকলেও নবজাতক শিশুটিকে শিশু ওয়ার্ডের সাধারণ বেডে দেয়া হয়। শিশুটি এই অবস্থায় তার দাদীর তত্ত্বাবধানে ছিল। শিশুটিকে বেডে রেখে দাদী কিছু সময়ের জন্য ওয়াশরুমে গেলে সেই সুযোগে

আনুমানিক ১৫.৩০ ঘটিকার সময় অজ্ঞাতনামা একজন নারী হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে সুকৌশলে হাসপাতাল থেকে চলে যান। শিশুটির দাদী ওয়াশরুম থেকে ফিরে এসে অনেক খোঁজাখুজি করেও শিশুটিকে না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। শিশুটি চুরি হওয়ার সংবাদ মুহূর্তেই সিরাজগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ৪ দিনের ব্যবধানে ২টি শিশু চুরি হওয়ায় জনমনে ভয়ানক রকম আতংকের সৃষ্টি হয়। কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক শিশু পাচারকারী চক্র কিংবা দেশের স্বার্থবিরোধী কোন অপরাধী গোষ্ঠী পুলিশকে চাপে ফেলতে বা সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্টের উদ্দেশ্যে এই কাজটি করছে কিনা, এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকে। এ অবস্থায় জেলা পুলিশের উপর মিডিয়া এবং জনগণের তীব্র চাপ সৃষ্টি হয়।

ব্যপক অভিযান চলাকালে হাটিকুমরুল ইউনিয়নের আলাকেদিয়া গ্রামের আসামী ১। মোছাঃ আল্পনা খাতুন (২৪), স্বামী-মোঃ সাদ্দাম হোসেন, সাং-চরদোগাছি, থানা-উল্লাপাড়া ২। ছায়রন (৫৫), স্বামী-মৃত সালোয়মান, ৩। মাছোঃ মিনা খাতুন (৫০), স্বামী-মৃত সাইফুল ইসলাম, ৪। মোছাঃ মায়া খাতুন (২০), স্বামী-মোঃ রবিউল ইসলাম, ৫। মোঃ রবিউল ইসলাম (৩০), পিতা-মৃত সোলায়মান, সর্বসাং-আলোকদিয়া, থানা-সলঙ্গা,

জেলা-সিরাজগঞ্জ-দের আটক করা হয় এবং তাদের হেফাজত থেকে ০১টি সদ্যজাত শিশু পাওয়া যায়। উপস্থিত নারীদের মধ্যে কেউ সদ্যপ্রসুতি না থাকায় আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানায় ১। মোছাঃ আল্পনা খাতুন (২৪) শিশুটিকে এক পরীর কাছ থেকে পেয়েছে। শিশুর গায়ে থাকা কাপড়ের সাথে সিসি টিভি ফুটেজে দৃশ্যমান কাপড়ের মিল পাওয়ায় শিশুর পিতাকে ঘটনাস্থলে আনা হলে; সে চুরি হওয়া শিশুটিকে সনাক্ত করে। এ প্রেক্ষিতে অভিযানে থাকা পুলিশ সদস্যদেরকে আসামীদের বাড়ির সর্বত্র তল্লাশি করতে বলা হয়। তল্লাশির এক পর্যায়ে ঘরের এক কোণায় ধান-চাল রাখা গোলার ভিতরে পুরাতন কাপড়ের মধ্যে মোড়ানো অবস্থায় একটি ছেলে শিশুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ১নং আসামী মোছাঃ আল্পনা খাতুন (২৪) জানায় মৃত শিশুটিকে সে গত ২৩/০২/২০২১ খ্রিঃ সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতাল হতে চুরি করেছে। মৃত শিশুটিকে তার পিতা-মাতাকে দেখালে তারা তাদের চুরি যাওয়া শিশু মাহিম বলে সনাক্ত করে। দ্বিতীয় শিশু চুরির ৭ ঘন্টার মধ্যে ভিকটিমকে জীবিত এবং একই ঘটনাস্থল থেকে প্রথম ঘটনায় চুরি যাওয়া শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয় জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে।

ঘটনা-৩: ০৬/০৩/২০২১ খ্রিঃ বেলা ১১.০০ ঘটিকা হতে ১১.৩০ ঘটিকার মধ্যে যে কোন সময় সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ থানাধীন রায়দৌলতপুর ইউনিয়নের বারাকান্দি গ্রামের মোঃ শহিদুল ইসলাম মন্ডল এর বসতবাড়িতে অজ্ঞাতনামা বোরকা পরিহিত এক মহিলা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ করে শয়ন কক্ষ হতে তার ২৩ দিন বয়সী শিশু সন্তান মোঃ আলিফ'কে চুরি করে নিয়ে যায়। শিশুটিকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে পরিবারের লোকজন কামারখন্দ থানা পুলিশকে জানায়।

শিশু চুরির সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই পূর্বের ন্যায় সিরাজগঞ্জ থেকে বহির্মুখী সকল সড়ক-মহাসড়ক এবং টোলপ্লাজায় চেকপোষ্ট স্থাপন করা হয়। একই সাথে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেলের নেতৃত্বে কামারখন্দ ও সদর থানা পুলিশ এবং জেলা গোয়েন্দা শাখা জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশি অভিযানের এক পর্যায়ে বিকাল ১৬.০০ ঘটিকার সময় সিরাজগঞ্জ থানাধীন আভিসিনা হাসপাতালের সামনে থেকে সন্দেহভাজন মোছাঃ রানী খাতুন, স্বামী-শহিদুল ইসলাম, সাং-বারাকন্দি, থানা কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ'কে আটক করে তার হেফাজত হতে চুরি যাওয়া শিশু মোঃ আলিফ (২৩ দিন)'কে উদ্ধার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাাদে মোছাঃ রানী খাতুন জানায়, ১৫ বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি। মা হবার প্রবল আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে সে এই শিশুটিকে চুরি করেছে। শিশু উদ্ধারের পর এ সংক্রান্তে কামারখন্দ থানার মামলা নং-০৭, তারিখ-০৬/০৩/২০২১ খ্রিঃ ধারা-২০১২ সালের মানব পাচার প্রতিরোধে ও দমন আইনের ১০(২) রুজু হয়েছে।

ঘটনা-৪ ঃ ০৩টি শিশু চুরির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ ভোর বেলা সদর থানা এলাকার পদমপাল গ্রাম থেকে ছোঁয়ামনি নামীয় ০২ মাস ১৫ দিন বয়সের আরেকটি শিশু বসতঘর থেকে চুরি হয়। সকাল ০৬.৩০ ঘটিকার সময় পরিবারে লোকজন ঘুম থেকে উঠে শিশু ছোঁয়ামনিকে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে। শিশুটিকে খুঁজে না পেয়ে তার চাচা মোঃ ইউসুফ সিরাজগঞ্জ থানা পুলিশকে জানান। এ প্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ থানা পুলিশ পূর্বের ন্যায় থানার সকল সংযোগ সড়কে চেকপোষ্ট স্থাপন করে তল্লাশি চালাতে থাকে। এছাড়াও থানা এলাকার চৌকিদার-দফাদার এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে শিশু চুরির ঘটনা সংক্রান্তে তথ্যের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করে। ব্যাপক তল্লাশি এবং জনসংযোগের প্রেক্ষিতে কামারখন্দ থানাধীন ভদ্রঘাট বাজারের মোঃ ইলিয়াস আলীর মিষ্টির দোকানের সামনে হতে বেলা ১২.৪৫ ঘটিকার সময় শিশুর মা নার্গিস এর ভাই সুলতান, পিতা-আবু বক্কর ও চাচি হাসিনাদের হেফাজত থেকে নিখোঁজ শিশু ছোঁয়ামনিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

১৯ দিনের মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর, সলংগা এবং কামারখন্দ ০৩টি থানা এলাকায় ৪টি শিশু চুরির ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় বিষয়টি জাতীয় সংবাদে পরিণত হয়। সর্বত্র শিশু চুরি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশু চুরি কেন্দ্রীক আতংক ছড়িয়ে পড়ে। যা পুলিশ বাহিনীর জন্য এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্রেক ঘটায়।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এবং জনগণের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ তৈরীর লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শিশু চুরি, শিশু অপহরণ, শিশু পাচার সংক্রান্তে এবং এ জাতীয় অপরাধ যে গুরুতর ও দন্ডনীয় সে সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় ব্যাপকভাবে মাইকিং করা হয়।

শিশু চুরির মত স্পর্শকাতর ও মর্মান্তিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে; যা দেশের অন্যান্য পুলিশ ইউনিটের নিকট অনুকরণীয় হতে পারে।

সুস্থ দেহ, সুন্দর মন, সঠিক দায়িত্ব পালন

বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান ঃ

পুলিশ সদস্যদের প্রতিনিয়ত দায়িত্ব পালনের জন্য দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে হয়। পুলিশ সদস্যরা বাইরে খাওয়া দাওয়ার সময় প্রায়ই নিরাপদ পানির বদলে হোটেল-রেষ্টুরেন্টের টেবিলে দেওয়া গ্লাসের খোলা পানি পান করেন। এর ফলে পুলিশ সদস্যদের অনেকেই হেপাটাইটিস-এ/বি, টাইফয়েড, ডায়রিয়াসহ নানা রকম পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হন। এসকল রোগ হতে পুলিশ সদস্যদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে এ জেলার পুলিশ সদস্য এবং সিভিল স্টাফদের মধ্যে ১৪৩০ জনকে বিগত দেড় বছরে বুষ্টার ডোজসহ মোট ৪(চার) ডোজ হেপাটাইটিস-বি' ভ্যাক্সিন এবং ১৬১১ জনকে ০১(এক) ডোজ করে টাইফয়েড ভ্যাক্সিন প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে প্রায় ৩৫,০০,০০০/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে স্থানীয় উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ে এবং ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর সাথে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে কারিগরী সহযোগিতা ও উৎপাদন মূল্যে ক্রয় করে এ ভ্যাক্সিন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

আর নয় দঁড়ির জঞ্জাল, থাকবো মোরা পরিচ্ছন্ন-প্রাঞ্জল

ব্যারাকবাসী পুলিশ সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে আলনা বিতরণ ঃ

পুলিশ লাইন্সসহ বিভিন্ন থানা/ইউনিটের ফোর্সের মাঝে ০১টি করে আলনা বিতরণ করা।

সিরাজগঞ্জ জেলার পুলিশ লাইনস্ এবং সকল থানা ও ফাঁড়ির ব্যারাকে বসবাসকারী পুলিশ সদস্যদের নৈমিত্তিক পরিধেয় কাপড়-চোপড় গোছগাছ রাখার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ব্যারাকের অভ্যন্তরে যত্রতত্র দড়ি টানিয়ে ব্যবহৃত কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে হতো। এ কারণে ঘরের মধ্যে আলো বাতাসের অভাবে দুর্গন্ধ এবং সাঁতস্যাঁতে অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান ছিল। ফলে পুলিশ সদস্যরা নানা প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হতো। স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন এবং পরিচ্ছন্ন বস্ত্র-পরিচ্ছদ নিশ্চিতকরণে ব্যারাকে বসবাসকারী পুলিশ সদস্যদের মাঝে বিগত দেড় বছরে বিনামূল্যে ৬৫০টি আলনা বিতরণ করা হয়েছে। ব্যারাকের সকল সদস্যকে জনপ্রতি ০১টি করে আলনা প্রদান করার কারণে বর্তমানে তারা নিজেদের পরিধেয় কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখতে পারছে। ফলে ব্যারাকের অভ্যন্তরে দড়ি টানানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। এতে জানালা দরজা খোলা অবস্থায় প্রতিটি কক্ষে পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং কক্ষের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমি নিরসনের জন্য পুলিশ সদস্যদের সপরিবারে বিনোদনের সুবিধার্থে বাইরে যে কোন উন্মুক্ত স্থানে যাতে বনভোজনের মত অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করা সম্ভব হয় তা নিশ্চিতকল্পে ১৫০ জনের বসার উপযোগী ৮টি বিভিন্ন সাইজের পোর্টেবল টেন্ট তৈরী করা হয়েছে। পুলিশ লাইনস্ বা অন্য যে কোন পুলিশের স্থাপনায় আলোকসজ্জা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বিভিন্ন রং এবং ধরণের আলোকসজ্জা সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানাদির জন্য ৫০টি উন্নতমানের চেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।

পোর্টেবল টেন্ট ও আলোকসজ্জার চিত্র

পোর্টেবল টেন্ট ও আলোকসজ্জার চিত্র

১৪-১২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংস্কারকৃত সিরাজগঞ্জ পুলিশ লাইন্স ডাইনিং হলের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম, সম্মানিত ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী মহোদয়

সংস্কারকৃত ফোর্সেস ডাইনিয় হলের ভিতরের অংশের আধুনিকায়নের চিত্র

সাবান ও ঔষধ সামগ্রী বিতরণ

ঘানিটানা কৃষককে গরু উপহার দিলেন আইজিপি

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সিরাজগঞ্জে পুলিশের বর্ণাঢ্য র‍্যালি
পুলিশ সুপারের সহযোগীতায় মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেলো শাহিনুর
BANGLA NEWS 24
পুলিশ এখন জনতার, থানায় ঢুকলেই চায়ের অফার!
সিরাজগঞ্জে পুলিশের মানবতার সেবায় বৃদ্ধ পেলেন খাদ্যসামগ্রী
আজ বাংলা
ajbangla.com
সিরাজগঞ্জে ৯৯৯ জরুরি সেবার দু'টি নতুন গাড়ির উদ্বোধন
সিরাজগঞ্জে জেলা পুলিশ ও পুনাকের শীতবস্ত্র বিতরণ
সিরাজগঞ্জে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দিলেন পুলিশ সুপার
সিরাজগঞ্জে পুলিশের মানবতার সেবায়
এস,এম তফিজ উদ্দিন, সিরাজগঞ্জ

বগুড়া জেলা

মহাস্থানগড়, বগুড়া

বগুড়া জেলা পরিচিতি

বগুড়া জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উপজেলার সংখ্যানুসারে বগুড়া বাংলাদেশের একটি "এ" শ্রেণীভুক্ত জেলা। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে এক ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদ গড়ে উঠেছিল এই বগুড়ায়। প্রাচীন পুন্ড্র রাজ্যের রাজধানী পুন্ড্রবর্ধনের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়, যা বগুড়া জেলায় অবস্থিত এবং এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হিসেবে পরিচিত। বগুড়াকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

ভৌগোলিক সীমানা ঃ

বগুড়ার উত্তরে গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট, উত্তর পশ্চিমে জয়পুরহাটের অংশ বিশেষ, পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে নওগাঁ, দক্ষিণে নাটোর ও সিরাজগঞ্জের অংশবিশেষ এবং দক্ষিণ পূর্বে সিরাজগঞ্জের অবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান। বগুড়ার পূর্বে জামালপুর থাকলেও এর স্থলভাগ সংযুক্তভাবে অবস্থিত নয়। বগুড়া ভৌগোলিকভাবে ভূমিকম্পের বিপজ্জনক বলয় অবস্থিত। তাছাড়া বগুড়া জেলা বরেন্দ্রভূমির অংশবিশেষ যা ধূসর ও লাল বর্ণের মাটির পরিচিতির জন্য উল্লেখ্য।

প্রশাসনিক এলাকাসমূহ ঃ

বগুড়া জেলা ১৮২১ সালে জেলা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলায় উপজেলা ও থানার সংখ্যা মোট ১২ টি। পৌর সভার সংখ্যা ১২ টি, ইউনিয়ন রয়েছে মোট ১০৮ টি। এছাড়া জেলায় ২,৬৯৫ টি গ্রাম, ১,৭৫৯ টি মৌজা রয়েছে। বগুড়া জেলার থানা গুলি হল ঃ

১) সদর থানা, ২) শাজাহানপুর থানা ৩) শিবগঞ্জ থানা ৪) সোনাতলা থানা ৫) আদমদিঘী থানা ৬) দুপচাঁচিয়া থানা ৭) নন্দীগ্রাম থানা ৮) কাহালু থানা ৯) গাবতলী থানা ১০) সারিয়াকান্দি থানা ১১) শেরপুর থানা ১২) ধুনট থানা

ইতিহাস ঃ

খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে বগুড়া মৌর্য শাসনাধীনে ছিল। মৌর্য এর পরে এ অঞ্চলে চলে আসে গুপ্তযুগ । এরপর শশাংক, হর্ষবর্ধন, যশোবর্ধন পাল ও সেন রাজ বংশ । সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন বগুড়া ১,২৭৯ থেকে ১,২৮২ পর্যন্ত এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল বগুড়া (English:Bogra)। ইংরেজি উচ্চারণ 'বগড়া হলেও বাংলায় কালের বিবতর্নে নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'বগুড়া শব্দে পরিচিতি পেয়েছে। ২ এপ্রিল ২০১৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) বৈঠকে বগুড়ার ইংরেজি নাম Bogura করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জনসংখ্যা উপাত্ত ঃ

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৩৫,৩৯,২৯৪ জন। এর মধ্যে ১৭,৭৮,৫২৯ জন পুরুষ এবং ১৭,৬০,৭৬৫ জন নারী। জেলার সাক্ষরতার হার ৪৯.৪৬%। উত্তরবঙ্গের ১৬ টি জেলার মধ্য জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা হচ্ছে বগুড়া।

চিত্তাকর্ষক স্থান ঃ

মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ (বেহুলার বাসরঘর), ভাসু বিহার, শীলাদেবীর ঘাট, গোবিন্দভিটা, রাজা পরশুরামের বাড়ি, জীকুঞ্জ, শাহ সুলতান বলখি (রহ.) এর মাজার, মহাস্থানগড় যাদুঘর, বেহুলার বাসরঘর, যোগীর ভবণ, বিহার, ভীমের জাঙ্গাল, খেরু মসজিদ, নবাব বাড়ী (সাবেক নীল কুঠির), বিজয়াঙ্গন যাদুঘর, বগুড়া সেনানিবাস, শাজাহানপুর (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), শহীদ চান্দু ক্রিকেট স্টেডিয়াম, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, শেরপুর, বাংলাদেশ মশলা গবেষণা কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, মম-ইন (গড়সড় ওহহ), ঠেঙ্গামারা, বগুড়া সদর, হোটেল নাজ গার্ডেন, ছিলিমপুর, বগুড়া সদর, পর্যটন মোটেল, বনানী, বগুড়া সদর, হোটেল সিয়েস্তা (Hotel Siyesta), বগুড়া সদর, ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক, বগুড়া সদর, মম-ইন ইকো পার্ক, ঠেঙ্গামারা, বগুড়া সদর, রানার প্লাজা (শপিংমল), বগুড়া সদর।

ঐতিহ্যবাহী উৎসব

পোড়াদহ মেলা ঃ বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী মেলার মধ্যে পোড়াদহ মেলা উল্লেখযোগ্য। বগুড়া শহর হতে ১১ কিলোমিটার পূর্বদিকে ইছামতি নদীর তীরে পোড়াদহ নামক স্থানে সন্ন্যাসী পূজা উপলক্ষ্যে প্রতি বছর এ মেলা হয়ে আসছে। পোড়াদহ নামক স্থানে মেলা বসে তাই নাম হয়েছে পোড়াদহ মেলা। মেলার প্রধান আকর্ষণ বড় মাছ আর বড় মিষ্টি। এছাড়াও থাকে নারীদের প্রসাধন, ছোটদের খেলনা, কাঠ ও স্টিলের আসবাব ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। মেলা প্রধানত একদিনের হলেও উৎসব চলে তিনদিন ব্যাপী।

কেল্লাপোষী মেলা ঃ বগুড়ার শেরপুরে ৪৫৭ বছর পূর্ব থেকে এ মেলা হয়ে আসছে। মেলার তারিখ প্রতিবছর জৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রোববার।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ঃ

১) প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), ব্রিটিশ বিরোধী আন্দলনের নেতা ২) মোহাম্মদ আলী (মৃত্যু ১৯৬৯), পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ৩) খাদেমুল বাশার (১৯৩৫-১৯৭৬), বীর উত্তম, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার এবং বিমান বাহিনী প্রধান ৪) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), সাহিত্যিক ও গল্পকার ৫) মহাদেব সাহা, সাহিত্যিক ৬) রোমেনা আফাজ, সাহিত্যিক ৭) মনোজ দাশগুপ্ত - কবি ও লেখক ৮) গাজিউল হক (১৯২৯-২০০৯), ভাষা সৈনিক ৯) এম. আর. আখতার মুকুল, (১৯২৯-২০০৪), লেখক এবং সাংবাদিক ১০) মুশফিকুর রহিম, জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়।

বগুড়া জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন অফিসার"গণের পরিচিতি ঃ

জনাব সুদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, বিপিএম
পুলিশ সুপার, বগুড়া

জনাব আলী হায়দার চৌধুরী
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন), বগুড়া

জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অপরাধ), বগুড়া

জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ডিএসবি), বগুড়া

জনাব হেলেনা আকতার
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর), বগুড়া

জনাব ফয়সাল মাহমুদ
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), বগুড়া

জনাব তানভীর হাসান
সহকারী পুলিশ সুপার(শিবগঞ্জ সার্কেল), বগুড়া

জনাব মোঃ নাজরান রউফ
সহকারী পুলিশ সুপার(আদমদীঘি সার্কেল), বগুড়া

জনাব আহমেদ রাজিউর রহমান
সহকারী পুলিশ সুপার(নন্দীগ্রাম সার্কেল), বগুড়া

জনাব মোঃ সেলিম রেজা
অফিসার ইনচার্জ, সদর থানা, বগুড়া।